গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০৬৮.০১০.০০.০০.০২২.২০১৯-১০৪৭

তারিখঃ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

পরিপত্র

বিষয়ঃ গ্রামীণ সড়কের ধার ঘেঁষে পুকুর বা সেচ নালা তৈরীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত সড়কের পার্শ্বে পুকুর ও নালা খনন করা হচ্ছে। সড়কের ধার ঘেঁষে পুকুর, কূপ, মাটি বা সেচ নালা ইত্যাদি খনন করলে সড়কের পার্শ্ব-ঢাল এবং আড়-ঢাল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসব ক্ষেত্রে সড়ক সীমানার বাইরে ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রেখে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম হাতে নেয়া যায়। নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে গ্রামীণ সড়কের ধার ঘেঁষে পুকুর, সেচ নালা খনন করা দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোন ব্যক্তি রাস্তার ধার ঘেঁষে পুকুর/খাল/কূপ/সেচনালা তৈরি করলে নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে নিজ খরচে সুরক্ষা ঢাল নির্মাণ করবেন। এ সংক্রান্ত কতিপয় আইন/বিধি-বিধান নিম্নরূপ:

সংশ্লিষ্ট আইন /বিধি-বিধান:

১। The Building Construction Act, 1952-এর ৩ ধারা অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন পুকুর খনন বা পুনঃখনন করা যাবে না।

২। যদি কেউ এমনভাবে পুকুর বা সেচনালা ইত্যাদি খনন করেন যার ফলে ভূমির বা সড়কের বা পথের ব্যবহার বা ভোগদখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসংগত অসুবিধার সৃষ্টি করে তাহলে কর্তৃপক্ষ The Building Construction Act, 1952-এর ৩খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তা অপসারণ, খনন বা পুনঃখনন বন্ধ বা ভরাট করার আদেশ দিতে পারেন।

৩। যদি কেউ The Building Construction Act, 1952-এর ৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করেন বা ৩খ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড অথবা উভয় ধরনের দন্ডে দন্ডিত করতে পারেন।

৪। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ২৮ মোতাবেক নিজ ভূমির কমপক্ষে ১০ (দশ) ফুট অভ্যন্তরে পুকুর বা জলাশয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অর্থাৎ সরকারি রাস্তার সীমানার কিনারা হতে কমপক্ষে ১০ (দশ) ফুট দূরত্বে এবং ৪৫ ডিগ্রি Slope (ঢাল) এ পাড় রেখে পুকুর/জলাশয় খনন করতে হবে।

৫। দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৪৩১ মোতাবেক সরকারি রাস্তার ক্ষতিসাধন ফৌজদারী দন্ডনীয় অপরাধ। এই আইনে ৫ বছরের কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

৬। সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) অধ্যাদেশ ১৯৭০-এর ধারা-৫ অনুযায়ী অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমির উপর পুকুর নালা বা পুকুর খনন বা পুনঃখনন করলে জেলা প্রশাসক উক্ত নালা বা পুকুর ৩০ দিনের মধ্যে অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি ক্ষেত্র বিশেষে ৭ দিনের মধ্যেও অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। উক্তরূপ অবৈধ দখলের জন্য ৭ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দন্ডে দন্ডিত করতে পারেন।

এমতাবস্থায়, গ্রামীণ সড়কের পার্শ্বে প্রচলিত আইন/বিধি-বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন পুকুর, কূপ, মাটি বা সেচ নালা খনন করা হলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩/১২/২০২০

(জেসমিন পারভীন)
উপসচিব
টেলিফোন-৯৫৭৫৫৬৭

বিতরণ :

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;
২। বিভাগীয় কমিশনার, _____ বিভাগ (সকল);

চলমান পাতা-২

৩। জেলা প্রশাসক, _____ জেলা (সকল);
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, _____ (সকল);
৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, _____ উপজেলা, _____ জেলা (সকল);
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, _____ উপজেলা, _____ জেলা (সকল);
৭। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, _____ উপজেলা, _____ জেলা (সকল)।

অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।